গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ২ সংখ্যা | ৯ - ১৫ আগস্ট ২০১৯ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

৫ আগস্টের সমাবেশে উপচে পড়া ভিড়

৫ আগস্ট, এ যুগের অন্যতম বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক, এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৪তম স্মরণদিবস পালিত হল সারা দেশের ২৩টি রাজ্যে। কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামের বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। স্টেডিয়াম উপচে বাইরের চত্বরেও ছিলেন হাজার হাজার মানুষ।

আদালতের নির্দেশে বিজেপি সরকার কাঠগড়ায়

উন্নাও

এ যেন ক্রাইম থ্রিলারকেও হার মানায়। বইয়ে পড়া গল্পের থেকেও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর উন্নাওয়ের ঘটনা। ১৭ বছরের এক কিশোরীর উপর দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ এবং পুলিশে অভিযোগ করার 'অপরাধে' তাঁর গোটা পরিবারকে শেষ করে দেওয়ার মারাত্মক চক্রান্ত এক বিজেপি বিধায়ক ও তার সঙ্গীদের। আর তাদের বাঁচানোর নির্লজ্জ অপচেষ্টা উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের। ঘটনায় শিউরে উঠেছে দেশের মানুষ।

উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে ২০১৭ সালের জুন মাসে এক মহিলা কাজ দেওয়ার নামে ওই কিশোরীকে নিয়ে গিয়েছিল বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গারের কাছে। তাকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেছিল ওই বিধায়ক এবং তার সঙ্গীরা। মুখ্যমন্ত্রী যোগীর ঘনিষ্ঠ প্রভাবশালী ওই বিধায়ক ভয় দেখিয়ে, শাসানি দিয়ে অনেকদিন মুখ বন্ধ করিয়ে রেখেছিল

পাঁচের পাতায় দেখুন

৩৭০ ধারা বাতিলের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত কাশ্মীর পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে

৫ আগস্টের সভায় গৃহীত প্রস্তাব

৫ আগস্ট সকালে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সমগ্র দেশকে অন্ধকারে রেখে এবং কাশ্মীরকে কার্যত অবরুদ্ধ করে যেভাবে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল করল, জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নিল ৫ আগস্ট আহূত আজকের এই বিশাল সভা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

প্রতিবাদ মিছিল আটের পাতায়

কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলন যা ভারতের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে পৃথক ধারায় গড়ে উঠেছিল, তার প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দিতেই ভারতীয় সংবিধানে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে বিশেষ বিশেষ কিছু বিধি ব্যবস্থা দিয়ে সংবিধানের ৩৭০ ধারা সর্বসম্মতিক্রমে সংযোজিত হয়। পাক সেনারা কাশ্মীর আক্রমণ করলে কাশ্মীরের জনগণই তার

চারের পাতায় দেখুন

ফসলের ন্যায্য দাম সহ বিভিন্ন দাবিতে ঝাড়খণ্ডে অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠনের বিশাল মিছিল

ওড়িশায় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলনের প্রতি ডিএসও-র সংহতি

অত্যন্ত ন্যায্য কতকগুলি দাবিতে কটকের ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা ২৪ জুলাই থেকে যে আন্দোলন শুরু করেছে এ আই ডি এস ও তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। সংগঠনের সভাপতি কমরেড কমল সাঁই এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র এক বিবৃতিতে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হোস্টেলের ঘরগুলি বসবাসের অযোগ্য, লাইব্রেরিতে সুযোগ-সুবিধার অভাব, পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা বিষয়ক নীতি প্রণয়নে অনিয়ম, কম সংখ্যায় প্লেসমেন্ট —এ সমস্তই ছাত্রদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

ক্ষোভের সাথে তাঁরা বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে অত্যধিক ফি না দিলে চিকিৎসার সুযোগ, এমনকি প্রাথমিক চিকিৎসাটুকুও পাওয়া যায় না এবং খেলার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হয় ছাত্রদের। তার উপর আগে ছাত্রদের ২ লাখ ১১ হাজার টাকা ফি দিতে হত। এই বছরে এর সাথেও ৩০ হাজার টাকা বেশি ফি-র ঘোষণা ছাত্রদের ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে নেমেছে।

এ আই ডি এস ও মনে করে, শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ ও ব্যবসায়ীকরণ একটা গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান বিরোধী এবং তা শিক্ষার অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার নামান্তর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, বিপুল ফি নিয়েও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করছে না। বারবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও তারা এ ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্যাম্পাসে পড়াশোনার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এম এস এসের গোয়ালিয়র জেলা সম্মেলন

২৮ জুলাই মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত হল এ আই এম এস এসের তৃতীয় জেলা সম্মেলন। শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের অন্যতম সর্বভারতীয় নেত্রী ছবি মহান্তি। তিনি নারী মুক্তির লক্ষ্যে পরিবর্তনের আন্দোলনে মহিলাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মহেশ পুরী গোস্বামী। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রচনা আগরওয়াল এবং এস ইউ সি আই (সি) জেলা সম্পাদক কমরেড সুনীল গোপালও বক্তব্য রাখেন। রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করা, কন্যা ভ্রূণ হত্যা বন্ধ ও নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হন প্রতিনিধিরা। কমরেড সুনীধি চৌহানকে সম্পাদক করে নতুন জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়।

শুধু কি হজ যাত্রায় ভাতা?

... মজার ব্যাপার হল, নিজেদের এই একপেশে, অযৌক্তিক ব্যবহার নিয়ে আমাদের কোনও লজ্জা নেই। হয়তো কোনও দিনই ছিল না। এখন রাষ্ট্রের অনুমতি আছে, তাই নির্লজ্জ উচ্চারণে আর অসুবিধে নেই। 'ওদের' দেশ থেকে তাড়িয়ে পাশের দেশে পাঠানো কেন প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্যকর্তব্য, সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত অঞ্চলে ক্রিকেট ম্যাচে প্রতিবেশী দেশের ফ্ল্যাগ ওড়ে কী প্রতাপে, রাজনৈতিক নেতানেত্রী কী ভাবে 'ওদের' তোষণ করছেন— তা নিয়ে মর্নিং ওয়াক থেকে সান্ধ্য আলোচনা সরগরম। 'ওরা' কেন হজ যাত্রায় ভাতা পাবে? ইমাম ভাতা পাবে?

কিন্তু ঠিক তথ্য হল ভারতে অসংখ্য তীর্থ যাত্রার জন্য ভাতার ব্যবস্থা আছে, যার মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। এর মধ্যে বৃহত্তম হল কুম্ভ মেলা। ২০১৪ সালের কুম্ভ মেলায় কেন্দ্রীয় সরকার খরচ করে ১১৫০ কোটি টাকা। ২০১৭ সালে, কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যপ্রদেশের মহাকুম্ভের জন্য খরচ করে ১০০ কোটি টাকা, আর মধ্যপ্রদেশ সরকার খরচ করে ৩৪০০ কোটি টাকা। মানস সরোবর যাত্রায় ভাতার ব্যবস্থা আছে ছত্তিসগড়, দিল্লি, গুজরাত, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের মতো রাজ্যে রাজ্যে— রাজ্য পিছু খরচ যেখানে ১.৫ লক্ষ টাকা প্রত্যেক বছরে। কিন্তু এই তথ্য হোয়াটসঅ্যাপে 'মুচমুচে' হয়ে ছড়ায় না। (আনন্দবাজার পত্রিকা—৩০.০৭.'১৯)

ব্যবসার স্বার্থে চিকিৎসা ধ্বংস করবে এনএমসি বিল

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন বিল ১ আগস্ট রাজ্যসভায় পাস করিয়ে নিয়েছে। চিকিৎসক সমাজের অভিমত— এই বিলের মধ্য দিয়ে মেডিকেল শিক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণই কায়েম হবে শুধু না, শিক্ষার মানের, চিকিৎসার মানের অবনমন ঘটবে এবং মেডিকেল শিক্ষার বেসরকারিকরণ ত্বরান্বিত হবে। চিকিৎসকরা দেশব্যাপী প্রবল প্রতিবাদে নেমেছেন। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম, জুনিয়র ডক্টরস ইউনিটি এবং ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

৩১ জুলাই মেডিকেল ছাত্র ধর্মঘটের দিন কলকাতায় মিছিল

পূর্বতন মেডিকেল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (এমসিআই)-কে ভেঙে দিয়ে এই কমিশন গঠন করা হয়েছে। ভাঙার পিছনে সরকারের যুক্তি হল এই সংস্থা নাকি দুর্নীতিগ্রস্ত। প্রয়োজন ছিল দুর্নীতি বন্ধ করা বা দুর্নীতিগ্রস্তদের সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু তা না করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত একটি সংস্থাকে ভেঙে দিয়ে মূলত মনোনয়ন নির্ভর কমিটি গঠন কী উদ্দেশ্যে? কমিটির বেশিরভাগ সদস্যই হবে সরকারের দ্বারা মনোনীত। মাত্র ৫ জন সদস্য আসবেন রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল থেকে নির্বাচিত হয়ে। বিলে পরিষ্কার বলা আছে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মতো কমিশনকে কাজ করতে হবে, না করলে ৬ মাসের মধ্যেই ভেঙে দেবে। এতেই স্পষ্ট, সরকার এক বিশেষ দুরভিসন্ধি নিয়ে এই কমিশন গঠন করেছে, তাকে নিজের রবার স্ট্যাম্পের মতো ব্যবহারের উদ্দেশ্যে।

এই কমিশন ডাক্তার নয় এমন ব্যক্তিদেরও চিকিৎসার লাইসেন্স দেওয়ার কথা বলেছে। কমিউনিটি হেলথ প্রোভাইডার নামে ৬ মাসের ট্রেনিং প্রাপ্তদের চিকিৎসার লাইসেন্স দেবে। এর ফল কী দাঁড়াবে? মানুষ ভ্রান্ত চিকিৎসার স্বীকার হবেন। দেশে কি এম বি বি এস ডাক্তারের অভাব? বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (হু)-র মানদণ্ড বলে, ১ হাজার মানুষ প্রতি একজন ডাক্তার। ভারতে বর্তমানে ১২৮৬ জন প্রতি ১ জন ডাক্তার রয়েছেন। দেশে যে পরিমাণ মেডিকেল কলেজ তৈরি হয়েছে তাতে 'হু' নির্ধারিত মানদণ্ডে যেতে খুব বেশি দেরি হবে না। আসল সমস্যাটা আছে ডাক্তারদের কাজে লাগানোর সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিতে। ডাক্তারদের উপযুক্ত বেতন, সম্মান, কাজের জায়গায় নিরাপত্তা এবং চিকিৎসার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো দেওয়া হলে, নিয়মিত নিয়োগ হলে সরকারি ক্ষেত্রে ডাক্তারের অভাব হওয়ার কথা নয়। সরকার এই দায়িত্ব পালন না করে ঘুরপথে কম বেতনের ডাক্তার দিয়ে জনচিকিৎসার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে প্রহসনে পরিণত করতে চাইছে।

কেন্দ্রীয় সরকার চিকিৎসা ব্যবস্থা ক্রমাগত বেসরকারিকরণ করে চলেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, এন আর এইচ এম, প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ (পি পি পি), আয়ুষ্মান ভারত বা বিমা নির্ভর চিকিৎসা ইত্যাদির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যকে দ্রুত কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের মুনাফা লোটার যন্ত্রে পরিণত করছে এবং এরই পরিপূরক ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করতে চলেছে। যারা ডাক্তারির থেকে সেলসম্যানের কাজটা বেশি বুঝবে। বেসরকারিকরণ তীব্রতর করার লক্ষ্যেই সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করার চেষ্টা। এই লক্ষ্যেই নিম্নমানের ডাক্তার তৈরি করা।

মেডিকেল কমিশন বলেছে, এম বি বি এস পাশের জন্য এবং ডাক্তারি লাইসেন্স পাওয়ার জন্য সকলকেই 'নেক্সট' (ন্যাশনাল এক্সিট টেস্ট) পরীক্ষা দিতে হবে। বিদেশ থেকে পাশ করে এলে তিনিও এই পরীক্ষা দিয়ে চিকিৎসার লাইসেন্স পাবেন। বিদেশ থেকে পাশ করে আসা ছাত্ররাও তাদের হাতে কলমে দক্ষতা আছে কিনা তার পরীক্ষা ছাড়াই কেবলমাত্র একটা এমসিকিউ ভিত্তিক পরীক্ষা দিয়েই ডাক্তারির লাইসেন্স পেয়ে যাবেন এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে পড়ার সুযোগ পাবেন। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কেবল টাকার বিনিময়ে মেডিকেল ডিগ্রি কেনাবেচার যে চক্র চলছে তা আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং তারাই অনেক বেশি লাভবান হবে। লাভবান হবে আমাদের দেশের বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলির মালিকরাও। এনএমসি-র দৌলতেই একেবারে পরিকাঠামোহীন কলেজ থেকে মেডিকেল সার্টিফিকেট কেনা ছাত্ররাও 'নেক্সট' পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ডাক্তারি লাইসেন্স পাবে এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে ভর্তির সুযোগ পাবে। এর ফলে বেসরকারি কলেজগুলির মেডিকেল শিক্ষার ব্যবসা আরও ফুলে ফেঁপে উঠবে। অত্যন্ত নিম্নমানের ডাক্তারে দেশ ছেয়ে যাবে, মার খাবে জনস্বাস্থ্য।

বারুইপুর বার অ্যাসোসিয়েশনে লিগাল সার্ভিস সেন্টারের প্রতিনিধিদের জয়

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বারুইপুর মহকুমা বার অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিমিনাল ও সিভিল বারের সাম্প্রতিক নির্বাচনে লিগাল সার্ভিস সেন্টারের দু'জন প্রতিনিধি রণজিৎ নস্কর ও অসীম হালদার সহসম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। সেন্টারের প্রতিনিধিরা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং বিচার ব্যবস্থাকে শাসক দলের কুক্ষিগত করার দুরভিসন্ধি থেকে রক্ষা করার আহ্বান নিয়ে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

জলসংকট ঃ সাধারণ মানুষের সর্বনাশ, ব্যবসায়ীদের পৌষমাস

নীতি আয়োগের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমান বছরে দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা প্রবল জলসংকটের সম্মুখীন। কিন্তু এই সংকট মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকা কী? অন্যান্য বিষয়ের মতো এক্ষেত্রেও সরকার এই প্রবল সমস্যার কথা স্বীকার করতে চাইছে না। তামিলনাড়ুর মন্ত্রী এস পি ভেলুমনিই হোক বা কেন্দ্রের জলসম্পদ মন্ত্রী গজেন্দ্র শেখাওয়াত— দু'জনেরই বক্তব্য এটা মিথ্যা সংবাদ, সংবাদমাধ্যম যতটা ভয়ঙ্কর বলছে বাস্তবে জলসংকট ততটা ভয়ানক নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি আয়োগের রিপোর্ট কি তাহলে ভুল?

বিশুদ্ধ জল পাওয়া মানুষের অধিকার

অন্য আর পাঁচটা প্রাকৃতিক সম্পদের মতো জলও দেশের জনগণের সম্পদ। ধনী-গরিব নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে পর্যাপ্ত পরিস্রুত পানীয় জল দেওয়াটা সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব। বিশ্বের জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ বাস করে নদীমাতৃক দেশ ভারতবর্ষে। ১৯৪৭ সালে দেশে জনপ্রতি জল পাওয়া যেত ৬০৪২ ঘনমিটার। ২০১৮-তে তা কমে দাঁড়িয়েছে জনপ্রতি ১৩৫৫ ঘনমিটারে। এক্ষেত্রে ভারতের থেকে এগিয়ে আছে নাইজেরিয়া এবং ইথিওপিয়ার মতো দেশও। দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ দূষিত জল খেতে বাধ্য হয়। এর ফলে প্রতি বছর দু লাখ মানুষ অর্থাৎ দিনে প্রায় ৫৪৭ জন পানীয় জলের সংকটে মারা যায় আর যদি এর সঙ্গে বায়ুদূষণ ধরা হয় তাহলে বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ অর্থাৎ দিনে ৬৮৪৯ জন মানুষ মারা যায়। এই মৃত মানুষদের বেশিরভাগই গরিব নিম্নবিত্ত ঘরের। জলের গুণমান সূচকে বিশ্বে ১২২টি দেশের মধ্যে ভারত ১২০তম স্থানে। দেশে ৭২ শতাংশ রোগের কারণ বিশুদ্ধ জল সরবরাহে সরকারি ব্যর্থতা। আর সেই রোগের চিকিৎসায় ওষুধ ব্যবসায়ীদের বছরে ১০ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা হচ্ছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করলে এই ব্যবসার কী হবে? দুষ্টচক্রের চেহারাটি বুঝতে অসুবিধা হয় কি?

জলসংকটের কারণ কী

এই প্রবল জলসংকটের অন্যতম প্রধান কারণ হল পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, জৈব বৈচিত্র্য এবং পরিবেশের ধ্বংস সাধন। প্রধানমন্ত্রীর সাধের বুলেট ট্রেন চালানোর জন্য ৫৪ হাজার ম্যানগ্রোভ গাছ কাটা পড়বে। একটা বিশাল এলাকা বৃক্ষশূন্য হয়ে পড়বে। পাটনায় সরকারি উদ্যোগে ৩৫ একর জলাশয় বুজিয়ে তৈরি হচ্ছে এইমস। বর্তমানে খরা কবলিত দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের জলের ট্যাঙ্ক বলা হয় পশ্চিমঘাট পর্বতমালাকে। ঘন অরণ্য ঢাকা দক্ষিণ ভারতের সমস্ত নদী ঝরনার উৎসস্থল হল এই পর্বতমালা। সারা বছর প্রচুর বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির জলকে ধরে রাখত পাহাড়ের মাথায় গায়ে অসংখ্য ছোট-বড় জলাশয় আর পাহাড়ের গর্ভের জলসঞ্চয়কারী শিলাস্তর। সেখানে টান পড়েছে। কেন? অবৈধ খনি, পর্যটন, অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে, যা থেকে জমি মাফিয়ারা কোটি কোটি টাকা লাভ করছে। সরকার কমিটির পর কমিটি বানিয়ে উন্নয়নের নামে পরিবেশ ধ্বংসকারী এই কুকর্মকে সিলমোহর দিয়েছে। তামিলনাড়ুতে চেন্নাই উন্নয়নের নামে জলাশয়গুলো বুজিয়ে, নদীর জমি দখল করে হয়েছে কংক্রিটের জঙ্গল। এমনকি ফ্লাড বেসিন দখল করে তৈরি হয়েছে বিমানবন্দর। গত মাত্র এক দশকে এর ফলে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীরা লাভ করেছে দু'লক্ষ কোটি টাকা আর সাধারণ মানুষ পেয়েছে দূষিত বায়ু, জল সংকট। এভাবেই উন্নয়নের নামে লুট হয়ে গেছে লাখো লাখো জলাশয়, সাফ হয়ে গেছে বনভূমি।

জলের অপচয় বন্ধে সরকার উদাসীন

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু ৪০ লিটার জল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। এবারে প্রতিশ্রুতি ২০২৪ সালের মধ্যে সব ঘরে 'নল সে পানি'। জল কোথায় যে দেবেন! কিন্তু ভারতের মতো নদীবহুল এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে এরকম জলসংকট কেন? ১৯০ কোটি ঘনমিটার ক্ষমতাসম্পন্ন নদ-নদীর মাত্র ৭০ হাজার ঘনমিটার জল আমরা ব্যবহার করি, বাকিটা চলে যায় সমুদ্রে। কেন্দ্রীয় কমিশনের একটি রিপোর্ট বলছে, ভারতবর্ষের জলের প্রয়োজন ৩০০০ বিলিয়ন ঘন মিটার আর প্রতি বছর বৃষ্টির মাধ্যমে ভারত জল পায় ৪০০০ বিলিয়ন ঘনমিটার। ৬৫ শতাংশ বৃষ্টির জল সমুদ্রে চলে যায়, কাজে লাগে না। ভারতে মাটির উপরে থাকা জলের মাত্র ২৮ শতাংশ ব্যবহার হয়, বাকিটা দূষিত জল। স্বাধীনতার ৭২ বছর পরেও জল ব্যবহারের পরিকল্পনা সরকারের নেই কেন?

উদারিকরণ দেশের জল ভাণ্ডারকে ব্যক্তিপুঁজির কাছে উন্মুক্ত করে দিল

উদারীকরণের আর্থিক নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মতো জলসম্পদের ভাণ্ডারও লুটে নেওয়ার জন্য শুরু হল বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া। ২০০২-এ বিজেপির আমলে জাতীয় জলনীতিতে যে পরিবর্তন আনা হয় ২০১২ সালে কংগ্রেস তা সম্পূর্ণ করে দেশের জলভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দেয় ব্যক্তিপুঁজির জন্য। মুনাফার গন্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা। সকলকে বিনামূল্যে পানীয় জল সরবরাহের গুরু দায়িত্ব থেকে ধীরে ধীরে সরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু করে সরকার। মানুষ ক্রমাগত হারাতে থাকে জল সম্পদের উপর তার ন্যায্য অধিকার। ভারতে একদিকে চাষের জল, পানীয় জল, বাড়িতে ব্যবহারের জল কমছে আর অন্যদিকে জলের নানা ধরনের ব্যবসা বাড়ছে। ভারতে জলের সংকটের অন্যতম তিনটি কারণ (১) ক্যাশক্রপ ইন্ডাস্ট্রি, (২) বোরওয়েল ইন্ডাস্ট্রি, (৩) ওয়াটার ট্যাঙ্কার। ভারতে মোট জলের ৮০ শতাংশ যায় কৃষি ক্ষেত্রে। সবুজ বিপ্লবের নামে কৃষিতে এমন বীজ সার কীটনাশক ব্যবহার শুরু হল যাতে জল লাগল অনেক বেশি। ভারতের সেচ ব্যবস্থায় ড্রিপ সেচ, আর স্প্রিংকল সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে চাষ হয় যথাক্রমে মাত্র ৩.৩৭ শতাংশ আর ৪.৩৬ শতাংশ জমিতে, বাকিটা সবই মাইক্রো সেচ পদ্ধতিতে, যাতে জলের খরচ হয় বেশি। যত পারো জল টানো মাটির তলা থেকে। যদি প্রথম দু'টি পদ্ধতিতে চাষ হত তা হলে ৪০-৬০ শতাংশ জল বেঁচে যেত। কিন্তু তা হচ্ছে না। কেন? সরকারের টাকা নেই। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে দলগুলির নিজস্ব খরচ ৬০ হাজার কোটি টাকা যা ২০১৪ সালের তুলনায় দ্বিগুণ। এই দুই সালে নির্বাচনে খরচ হওয়া মোট অর্থ যদি সেচ ব্যবস্থার কাজে লাগানো যেত তা হলে কৃষি ক্ষেত্রে খরচ হওয়া জলের ৬০ শতাংশ আমরা বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু রাষ্ট্রনায়করা শুধু তা ভাবেন না তাই নয়, তাঁরা খাদ্যশস্য চাষ ছেড়ে আখ ও বাদামের চাষে উৎসাহিত করার জন্য লোন দিচ্ছেন। কেন? এতে কর্পোরেটদের লাভ বেশি। কোল্ড ড্রিংকস কোম্পানিতে চিনির প্রচুর চাহিদা। কিন্তু এক একর আখ চাষে বছরে জল লাগে একশো আশি লক্ষ লিটার যা খাদ্যশস্য ফলনের চেয়ে ১০ গুণ বেশি। শুধুমাত্র কর্পোরেটের লাভের জন্য কত জল সরকার নষ্ট হতে দিচ্ছে!

গ্রামের কৃষকদের সমস্যা হল তাদের জল চলে যাচ্ছে শহরে। দু'টি মার্কিন সফট ড্রিংকস কোম্পানি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে অবাধে মাটির ভেতর থেকে জল নিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া সহ বহু প্রদেশে এই কোম্পানিগুলিকে মাটি খুঁড়ে জল নিতে দেওয়া হয় না। সেখানে তা নিষিদ্ধ অথচ ভারতে তা আইনসিদ্ধ। সাধারণ মানুষ যে পয়সা দিয়ে জল কেনে তার থেকে অনেক সস্তা দরে সরকার ওই সমস্ত জল ব্যবসায়ীদের দিচ্ছে। জনসাধারণ ১ লিটার জল কেনে ২০ টাকায়। কোম্পানিগুলি পায় প্রতি লিটার ২০-২৫ পয়সায়। শুধুমাত্র কোকাকোলা কোম্পানির একটি কারখানায় দৈনিক ৫ লক্ষ লিটার জল লাগে। দেশে এই কোম্পানির ৫৮টি কারখানা। এর সঙ্গে অন্য সফট ও কোল্ড ড্রিংক্সের কোম্পানিকে নিয়ে হিসাব করলে কত জল নষ্ট হচ্ছে তা ভাবলে চোখ কপালে ওঠার জোগাড় হবে। এটাই সব নয়, এই বহুজাতিকরা যে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য এদেশে রেখে যায় তা প্রতিটি কারখানার ৩ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে সমস্ত জলের উৎসকে দূষিত করে।

শুধু সফট ড্রিংক্স নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হবে বোতলবন্দি জলের রমরমা ব্যবসা, যার পরিমাণ সফট ড্রিংক্সের ব্যবসার দ্বিগুণ। জলসংকট বাড়ছে, পাশাপাশি বোতলবন্দি জলের ব্যবসা প্রতি বছর ২০ শতাংশ করে বাড়ছে। ভারতে ৫৭৩৫টি লাইসেন্স প্রাপ্ত জলের ব্র্যান্ড রয়েছে। আর শুধু দিল্লি-গুরগাঁও নয়ডাতেই লাইসেন্স বিহীন ৩০০০ পানীয় জলের কোম্পানি। তা হলে সমগ্র দেশে সংখ্যাটা কত? যেখানে সর্বত্র জলের জন্য হাহাকার সেখানে দেশের সম্পদ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে কোম্পানিগুলি এই জল পাচ্ছে কী করে? কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চলছে। গত বছর এই ক্ষেত্রে ১৩ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। দেশের গ্রামাঞ্চলে মাটি খুঁড়ে জলস্তর ধ্বংস করে জল চুরি করে সেটাই আবার বোতলবন্দি করে চড়া দামে বিক্রি হয়। ১ লিটার জলের ৬৬ শতাংশ ব্যবহার হয় বোতলবন্দি জল তৈরি করতে। বাকিটা নষ্ট। যদি সরকার বিশুদ্ধ পানীয় জল দেবার ব্যবস্থা করত তাহলে এই ব্যবসার এত রমরমা হত কি? আমরা জানি, শিল্পপতিদের স্বার্থে পরিচালিত কোনও সরকারই এই ব্যবসা বন্ধে উদ্যোগী হবে না যদি না জনগণ বিশুদ্ধ পানীয় জল সরকারকে দিতে হবে এই দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত না করে।

এরপর বোরওয়েল। ঝাড়খন্ড থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ, জম্মু থেকে মিজোরাম হাজার হাজার বোরওয়েল এবং ট্যাঙ্কার। প্রতিটি শহরে হাজার হাজার ট্যাঙ্কার। শহরের বাইরে গিয়ে সরকারি দপ্তর আর নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বোরওয়েল বসিয়ে মাটির পানীয় জল তুলে নিচ্ছে। তারপর তা চড়া দামে বিক্রি করছে। না খাবার জল হিসাবে নয়, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়।

আগামী দিন গরিব মানুষের কাছে ভয়ঙ্কর

বস্তুত আমাদের চোখের আড়ালে ভারতে তৈরি হয়েছে নতুন এক অর্থনীতি, জল নিয়ে। মাটি থেকে সব জল দিনে দুপুরে ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে আর 'চৌকিদার'রা চোখ বুজে আছে। চাষের জমি জল পাচ্ছে না, গ্রামের মানুষ জল পাচ্ছে না, বস্তিবাসী জল পাচ্ছে না, মধ্যবিত্ত জল পাচ্ছে না। জল চলে যাচ্ছে মুনাফাখোরদের দখলে। সরকারি নীতি আয়োগ সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে বলেছে, আসতে চলেছে জল-দুর্ভিক্ষ। আগামী দিনে পর্যাপ্ত জল পাবে শুধু ধনীরা। আর গরিব খেটে-খাওয়া মেহনতি মানুষকে তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনে জলটুকু পেতে গেলে গড়ে তুলতে হবে মুনাফালোভী এবং পরিবেশ ধ্বংসকারী উন্নয়নের এই মডেলের বিরুদ্ধে, জলের ব্যবসা বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন। তা না হলে আগামী দিন গরিব মানুষের কাছে সত্যিই ভয়ঙ্কর।

হাবড়ায় পঞ্চায়েত ডেপুটেশন

ভূমিহীনদের পাট্টা দেওয়া, জবকার্ড হোল্ডার শ্রমিকদের কাজ ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে ২৩ জুলাই উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়ায় পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে ডেপুটেশন দিয়ে অবিলম্বে সেগুলি কার্যকর করার দাবি জানানো হয়

‘ভোটবাজ দলগুলোর প্রতারণা থেকে বাঁচতে গেলে জনগণকে রাজনীতি বুঝতে হবে’ ঃ প্রভাস ঘোষ

৫ আগস্ট, এ যুগের অন্যতম বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক, এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৪তম স্মরণ দিবস পালিত হল সারা দেশের ২৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামের বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। স্টেডিয়াম উপচে বাইরের চত্বরেও ছিলেন হাজার হাজার মানুষ। কিশোর বাহিনী কমসোমল মহান নেতার প্রতি গার্ড অব অনার জানায়। সভার শুরুতেই কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করা হলে সমবেত হাজার হাজার মানুষের সমর্থনে তা গৃহীত হয়।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, একবার এ দল, তারপর ও দল করে ভোটের রাজনীতিতে ফেঁসে যাবেন না। বারবার ঠকছেন, এ থেকে বাঁচতে হলে রাজনীতি চিনুন, গণআন্দোলনের পথে বিপ্লবী চেতনা গড়ে তুলুন।

এই বিশাল সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন দলের পলিটবুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

জেলায় জেলায় মোটরভ্যান চালকরা আন্দোলনে

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ সম্প্রতি জেলা প্রশাসন রাজ্য ও জাতীয় সড়কের ওপর মোটরভ্যান চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। প্রতিবাদে ২৫ জুলাই তমলুক থানায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন দুই শতাধিক মোটরভ্যান চালক। মোটরভ্যান চালকদের সকলকে অস্থায়ী পরিচয় নম্বর (টিন) দেওয়া এবং পরিবহণ কল্যাণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের (এআইইউটিইউসি অনুমোদিত) উদ্যোগে মানিকতলা মোড় থেকে মিছিল করে তমলুক থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। ওসির কাছে প্রতিনিধিদল দাবিপত্র পেশ করেন। নেতৃত্ব দেন পবিত্র ঘোড়া, শেখ মোস্তাফা আলি, ভুলু রায়, জ্ঞানানন্দ রায় সহ অন্যান্যরা।

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ দেড় শতাধিক চালক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ২৮ জুলাই টিটাগড়-বরাহনগর (ছবি) জোনাল মোটরভ্যান সম্মেলন হয় ঘোলা নবজীবন হলে। ব্যারাকপুর মহকুমা সম্পাদক কমরেড দেবব্রত সিংহ রায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র জেলা সভাপতি কমরেড অমল সেন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কমরেড চন্দ্রশেখর চৌধুরীকে সভাপতি, রতন শীল ও মহম্মদ শাকিলকে যুগ্ম সম্পাদক করে এক শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যালস বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে সভা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হাতে গড়া স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত বেঙ্গল কেমিক্যালসকে বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। এর প্রতিবাদে ২ আগস্ট পি সি রায়ের জন্মদিনে কাঁকুড়গাছি মোড়ে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ এবং এস ইউ সি আই (সি) কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আয়সানুল হক।

সভাপতিত্ব করেন বেঙ্গল কেমিক্যালসের ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড শ্যামল দত্ত।

পূজালিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বাঁচানোর দাবি

বজবজের পূজালিতে বিরাজলক্ষ্মী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থা বহুদিন ধরেই শোচনীয়। এক সময়ে ১০টি শয্যা ছিল, এখন নিয়মিত আউটডোরও হয় না। ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব। প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় এলাকার মানুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বাঁচাও কমিটি গড়ে তুলে আন্দোলনে নেমেছেন। আড়াই হাজার স্থানীয় মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ২৫ জুলাই ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং বজবজ-১ বিডিওকে ডেপুটেশন দিয়ে অবিলম্বে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দাবি জানায় কমিটি। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। বিডিও বলেন, তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দাবিগুলি জানাবেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন নীলকান্ত ঘোষ, প্রতাপ খাঁড়া, রবিশঙ্কর ব্যানার্জী, নবকুমার বিশ্বাস প্রমুখ।

জেলায় জেলায় স্বাস্থ্যকর্মীদের কনভেনশন

বাঁকুড়া ঃ জেলার তিনটি মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে কনভেনশন হয় ৩ আগস্ট বিষ্ণুপুর (ছবি) মিউনিসিপ্যালিটি হলে। ১৭ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। কবিতা সাহা সম্পাদিকা ও মাধবী দাস সভাপতি নির্বাচিত হন। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুচেতা কুণ্ডু। অন্যান্য জেলার মতো এই জেলাতেও আগামী ১৬ আগস্ট প্রতিটি পৌরসভায় চেয়ারম্যান বা কমিশনারকে দাবিপত্র পেশ করার সিদ্ধান্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের দাবি অবসরের বয়সসীমা পঁয়ষট্টি করা, পি এফ, গ্র্যাচুইটি, পেনশন চালু, সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী সম কাজে সম বেতন ও ন্যূনতম বেতন ১৮০০০ টাকা করতে হবে।

বিষ্ণুপুর

মুর্শিদাবাদ ঃ ২১ জুলাই মুর্শিদাবাদের বহরমপুর ক্ষুদিরাম পাঠাগার সভা কক্ষে পশ্চিমবঙ্গ পৌরস্বাস্থ্য কর্মী ইউনিয়নের ডাকে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বহরমপুর, জঙ্গিপুর, কান্দি, ধূলিয়ান প্রমুখ পাঁচটি পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা এই কনভেনশনে উপস্থিত হন। ২১ জুলাই রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক সমাবেশে আসার হুমকি উপেক্ষা করেই এই কনভেনশনে কর্মীরা এসেছিলেন। কনভেনশনে ২৫ সদস্যের জেলা কমিটি গঠন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সুচেতা কুণ্ডু ও যুগ্ম সম্পাদক পৌলমি করঞ্জাই ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বহরমপুর

৩৭০ ধারা বাতিলের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত

একের পাতার পর

বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খাড়া করেছিল এবং জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে ভারতে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রের কংগ্রেস সহ যে দলের সরকার থাকুক না কেন সব সরকারই ৩৭০ ধারার প্রতি কোনও মর্যাদা দেয়নি— কাশ্মীরের জনগণের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষ অধিকারগুলিকে কথায় কথায় পদদলিত করেছে যা কাশ্মীরের জনগণের ভাবাবেগকে আঘাত করে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও পৃথকতাবাদী শক্তিগুলিকে জন্ম নিতে এবং প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করেছে। পাকিস্তানের অনুপ্রবেশেরও সুবিধা করে দিয়েছে।

আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এবং ভারতবর্ষের প্রায় সকল গণতন্ত্রপ্রিয় শক্তিগুলি বরাবরই বলে এসেছে কাশ্মীরের অশান্ত পরিবেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে সংবিধানের ৩৭০ ধারাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ও কাশ্মীরী জনগণের স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দিতে হবে। এই অবস্থায় বিজেপি সরকার আজ যা করল তাতে আমাদের আশঙ্কা কাশ্মীরের পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হবে এবং কাশ্মীরী জনগণের ভাবাবেগ চূড়ান্ত আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে আরও সাহায্য করবে। পাকিস্তানকেও নাশকতাবাদী কার্যকলাপ চালাতে সাহায্য করবে।

রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশন এবং ভবানী সিনেমা হলের সংযোগস্থলে রাস্তায় ট্রাফিকের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং সিগন্যালের সময় বাড়ানো, ট্রাফিক পুলিশের উপস্থিতি, জেব্রা ক্রসিং ইত্যাদির দাবিতে ২৬ জুলাই এসইউসিআই (সি)-র পক্ষ থেকে পথ অবরোধ করা হয় এবং চারু মার্কেট থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

উন্নাও ঃ ব্যাপক বিক্ষোভ দেশ জুড়ে

একের পাতার পর

মেয়েটির। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে ২০১৮ সালে মেয়েটি মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করতে গেলে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। ১০ জন অভিযুক্তের নামে উন্নাও থানায় এফআইআর করা হয় এবং এলাহাবাদ কোর্টে মামলা করা হয় মেয়েটির পরিবারের থেকে। এর পর থেকেই শুরু হয় পরিবারটির উপর লাগামছাড়া অত্যাচার। মেয়েটির বাবাকে থানার মধ্যেই পিটিয়ে মেরে ফেলে সেঙ্গারের লোকেরা। ঘটনার সাক্ষী মহম্মদ ইউনিস কয়েকমাস পরে রহস্যজনক ভাবে মারা যান। মানুষের ক্ষোভের পারদ চড়তে থাকায় কুলদীপ সেঙ্গারকে জেলে পোরে পুলিশ। প্রশাসন এবং বিজেপি নেতাদের প্রশ্রয়ে জেলে বসেই কুলদীপ নির্যাতিতার পরিবারকে শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকে। কুলদীপের ভাই মেয়েটির কাকাকে বেআইনি অস্ত্র রাখার মিথ্যা অজুহাতে পুলিশের সাহায্যে জেলে পোরে। অভিযুক্ত আরেক বিজেপি নেতা অরুণ সিংহের শ্বশুর রণবেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ যোগী সরকারের কৃষিমন্ত্রী। ইনি সম্প্রতি ধর্ষণকারী কুলদীপ সেঙ্গারের দুঃখে কাতর হয়ে মন্তব্য করেছেন, "ভাই কুলদীপের সময়টা সত্যিই খুব খারাপ যাচ্ছে। তবে আমাদের শুভেচ্ছা ওর সঙ্গে রয়েছে" (আনন্দবাজার

গুনা, মধ্যপ্রদেশ

পত্রিকা, ৪ আগস্ট, '১৯)। নজরদারি চালাতে নির্যাতিতার বাড়ির দেওয়ালে সিসি ক্যামেরা বসিয়ে দেয় সেঙ্গারের স্যাঙাৎরা। ইতিমধ্যে ২৮ জুলাই জেলবন্দি কাকার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে কুলদীপ সেঙ্গারের দলবলের ছক মাফিক নির্যাতিতাদের গাড়িতে ধাক্কা মারে নম্বরপ্লেটে কালো রঙ করা একটি ট্রাক। মারা যান মেয়েটির দুই আত্মীয়া। মারাত্মক আহত হয়ে বর্তমানে ভেন্টিলেশনে মৃত্যুর সাথে

জৌনপুর, উত্তরপ্রদেশ

পাঞ্জা লড়ছেন ওই তরুণী ও তাঁর আইনজীবী।

মেরে ফেলার হুমকি এবং মামলা তুলে নেওয়ার জন্য প্রকাশ্যে চাপ দেওয়া হচ্ছে এই অভিযোগ জানিয়ে নির্যাতিতার পরিবার ১৩ জুলাই স্থানীয় থানায় চিঠি দেয়। সঙ্গে দুষ্কৃতীদের অত্যাচারের বিবরণ সহ ফটো ও ভিডিও ফুটেজও দেয়। সেগুলি মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, সিবিআই, ভারতের প্রধান বিচারপতির উদ্দেশেও পাঠিয়ে আবেদন করে, যাতে উত্তরপ্রদেশ থেকে মামলা অন্যত্র সরানো হয়। কিন্তু 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মডেল' রাজ্য উত্তরপ্রদেশে অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক এতটাই প্রভাবশালী যে সে চিঠিও চেপে দেওয়া হয়। মেয়েটিকে খুন করার অপচেষ্টার সাম্প্রতিক ঘটনায় দেশ জুড়ে ব্যাপক শোরগোল হলে শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি হস্তক্ষেপ করে। লক্ষ্ণৌয়ের সিবিআই কোর্ট থেকে এই মামলা দিল্লিতে স্থানান্তরিত করে এবং রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয় নির্যাতিতাকে অবিলম্বে ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে এবং দ্রুত তদন্ত শেষ করতে। এ হেন ভয়ঙ্কর অপরাধে অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক ও তার দলবলের ক্রিমিনালসুলভ আচরণ, পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের পুলিশ-প্রশাসনের ন্যক্কারজনক ভূমিকায় ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান

জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড

বিচারপতি মন্তব্য করেছেন, 'দেশে এ সব কী হচ্ছে!'

গোটা দেশ এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। রাজ্যে রাজ্যে অসংখ্য বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছে মানুষ। নির্যাতিতা ও তার পরিবারের পাশাপাশি ন্যায়বিচার পাওয়ার আশায় দিন গুনছে সারা দেশ। চাইছে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক এই বর্বরদের।

অথচ সম্পূর্ণ নীরব প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপির সামনের সারির

কোট্টায়াম, কেরালা

নেতা-মন্ত্রীরা। এমনকী এই লেখা তৈরি হওয়ার সময় পর্যন্ত অভিযুক্ত বিধায়ককে দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তও নিতে পারেননি তাঁরা। আসলে 'ঠাকুর' সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রভাবশালী এই বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গারের অর্থ ও পেশিশক্তির প্রবল জোর রয়েছে। অতীত অপরাধের বহু রেকর্ডও রয়েছে তার। গত লোকসভা নির্বাচনে ঠাকুরদের ভোটব্যাঙ্কের একটা বড় অংশ বিজেপির ঝুলিতে ঢুকেছিল সেঙ্গারের হাত ধরে। স্বভাবতই এ হেন 'সম্পদ'কে বাঁচাতে তৎপর বিজেপি সরকার।

যে দল এবং তার সরকার একটি অসহায় অত্যাচারিতা মেয়ের পাশে না দাঁড়িয়ে প্রভাব খাটিয়ে অভিযুক্তদের আড়াল করে, নির্যাতিতার ন্যায়বিচার পেতে বাধা সৃষ্টি করে, এমনকি সত্য ঘটনা ধামাচাপা দিতে একের পর এক খুন করায়, সেই দল কেমন গণতান্ত্রিক শাসন দেবে মানুষকে? বিজেপির এই কদর্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে মানুষ সরব হয়েছেন। দেশের প্রান্তে প্রান্তে গর্জে উঠেছেন। একের পর এক ঘটনায় ক্রমশ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সরকারের 'বেটি বাঁচাও' স্লোগানটি কত মেকি।

তাই উত্তরপ্রদেশের বরাবাঁকির একটি গার্লস স্কুলে মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে বক্তৃতারত পুলিশ অফিসারের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে এক ছাত্রী। উন্নাওয়ের ঘটনা উল্লেখ করে বলেছে, 'আপনারা আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বলছেন। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এক বিষয়। কিন্তু যখন প্রভাবশালী কেউ জড়িয়ে থাকে তখন? আমরা জানি তখন তাকে আড়াল করা হবে।' ছাত্রীটি তারপর প্রশ্ন করে, 'আমরা যদি প্রতিবাদ করি, কীভাবে আপনারা নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন? আপনি গ্যারান্টি দিতে পারেন, আমার খারাপ কিছু হবে না?' স্বাভাবিকভাবেই অফিসার কোনও উত্তর দিতে পারেননি। উত্তর নেই প্রধানমন্ত্রী কিংবা কোনও বিজেপি নেতার মুখেই। ছাত্রীটি 'উলঙ্গ রাজা' গল্পের শিশুটির মতো বিজেপি সরকারের আসল চেহারাটাকে বেআব্রু করে দিয়েছে।

বেটি বাঁচাওয়ের স্লোগানটা আসলে বিজেপির এই ঘৃণ্য রাজনীতির মুখোশ। এই মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলে ভয়ঙ্কর মুখগুলোকে জনসমক্ষে আনা দরকার। তার জন্য সর্বত্র সংগঠিতভাবে নারীর সম্ভ্রম রক্ষার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে যে সমাজে এমন বর্বর পশুরা নিশ্চিন্তে বিচরণ করতে পারে সেই সমাজটাকেও বদলে ফেলতে হবে।

কলকাতা

পিলানি, রাজস্থান

মুন্সি প্রেমচন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত

জৌনপুর, উত্তরপ্রদেশ

'কলম কে সিপাহী' মহান সাহিত্যিক মুন্সি প্রেমচন্দের ১৩৯তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ভারতবর্ষের নানা স্থানে অসংখ্য অনুষ্ঠান হয়। এই মহান সাহিত্যিক রচিত গল্প-উপন্যাসে যেভাবে সামন্তী মানসিকতা, কূপমণ্ডুকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বক্তব্য উঠে এসেছে তা নিয়ে চর্চার আহ্বান জানায় ডি এস ও, ডি ওয়াই ও এবং কমসোমল। নিশান পত্রিকার পক্ষ থেকেও দিনটি উদযাপিত হয়। নানা রাজ্যে এই উপলক্ষে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল সংগঠনগুলি।

ঝাড়খণ্ড

মিথ্যা হিসাবে ভরা কেন্দ্রীয় বাজেট

বাজেট পেশ করতে গিয়ে পরম্পরাগত সুটকেসের বদলে দড়ি বাঁধা 'বহি খাতা' হাতে সংসদে এসে মোদি-২ সরকারের অর্থমন্ত্রী এবার ব্যাপক চমক সৃষ্টি করেছিলেন। পেটোয়া মিডিয়ার কল্যাণে তার প্রচারও হয়েছে বিস্তর। কিন্তু তাঁর ওই 'বহি খাতা'-র পাতায় পাতায় চরম অসত্যের যে খোঁজ মিলেছে, তা ছাপিয়ে গেছে আর সব কিছুকে।

বাস্তবিকই এবারের বাজেটে আয়-ব্যয়ের যে হিসাব তুলে ধরেছেন অর্থমন্ত্রী, তার পুরোটাই দাঁড়িয়ে আছে ডাহা মিথ্যা পরিসংখ্যানের উপর ভর করে। দেশের মানুষের সঙ্গে বিজেপি সরকারের এই প্রতারণা সত্যিই স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো।

বাজেট বক্তৃতায় সরকারের সামগ্রিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব উল্লেখ করেননি অর্থমন্ত্রী। যে বছরটি সদ্য চলে গেল, তার ও চলতি বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বাজেটে পেশ করাই রীতি, কারণ এ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অবস্থার একটা ছবি পাওয়া যায়। কেন এ তথ্য বাজেট ভাষণে নেই স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্ন উঠেছিল। উত্তরে মন্ত্রী জানান, বাজেট-নথির সঙ্গে যুক্ত অতিরিক্ত কাগজপত্রে যেগুলিকে বলা হয় 'সাপ্লিমেন্টারি মেটিরিয়াল', তাতে এ সংক্রান্ত হিসেব দেওয়া আছে। বলা বাহুল্য, অর্থনীতির নানা দিক নিয়ে নাড়াচাড়া করেন যাঁরা, তাঁরা ছাড়া এই 'সাপ্লিমেন্টারি মেটিরিয়াল' অধিকাংশ মানুষই খুঁটিয়ে দেখেন না। এবারের বাজেটের এ হেন 'সাপ্লিমেন্টারি মেটিরিয়াল'গুলি পরীক্ষা করতেই ঝুলি থেকে বেরিয়ে আসে বেড়াল। এ নিয়ে প্রথম প্রশ্ন তোলেন খোদ প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য অর্থনীতিবিদ রথীন রায়। প্রশ্ন তোলেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপিকা জয়তী ঘোষও। তাঁরা দেখিয়েছেন, ২০১৮-'১৯-এর আয় ও ব্যয়ের যে হিসাব বাজেটে দেখানো হয়েছে, তা শুধু বিভ্রান্তিকরই নয়, ডাহা মিথ্যা। মূলধারার সংবাদমাধ্যম এ খবর বিশেষ প্রচার করেনি। কিন্তু অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা সরকারি আর্থিক সমীক্ষার পরিসংখ্যানগুলির সঙ্গে বাজেটের পরিসংখ্যান মিলিয়ে দেখে মোদি সরকারের এই জঘন্য মিথ্যাচারের পর্দা ফাঁস করে দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক প্রকাশিত আর্থিক সমীক্ষা ২০১৮-'১৯-এর দ্বিতীয় খণ্ডে পরিসংখ্যানের কয়েকটি তালিকা দেওয়া আছে। পৃষ্ঠা এ-৫৯-এ এমনই একটি তালিকায় প্রকাশ করা হয়েছে কিছু পরিসংখ্যান যেগুলিকে বলা হয় 'প্রভিশনাল অ্যাকচুয়ালস', অর্থাৎ অর্থমন্ত্রকের হিসাবে এগুলি হল ২০১৮-'১৯-এর আয় ও ব্যয়ের সঠিক পরিমাণ। কম্পট্রোলার জেনারেল অফ অ্যাকাউন্টস বা সিএজি এই পরিসংখ্যানগুলি ঠিক কিনা, তা যাচাই করে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বাজেট-নথির সঙ্গে দেওয়া পরিসংখ্যানে আয় ও ব্যয় যা দেখানো হয়েছে, আর্থিক সমীক্ষার এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান তার থেকে বিস্তর আলাদা। বাস্তবে আর্থিক সমীক্ষায় আয় ও ব্যয়ের যে হিসাব রয়েছে, বাজেটের আয়-ব্যয়ের হিসাব তার চেয়ে অনেক বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। বাজেট-নথি তৈরি করেছে যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক, আর্থিক সমীক্ষার রচয়িতাও তারাই! ফলে জোরদার প্রশ্ন উঠে গেছে, এই পার্থক্য ঘটতে পারল কী করে! তবে কি ইচ্ছাকৃত ভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে হিসাবের এই গরমিল?

এই গরমিল বাস্তবে চমকে দেওয়ার মতো এবং সরকারের তরফে গোঁজামিল দিয়ে গরমিল মেটানোর চেষ্টাও ততোধিক চমকপ্রদ। সবচেয়ে বেশি গরমিল রয়েছে কর-রাজস্বের হিসাবে। বাজেটে আদায়ীকৃত কর-রাজস্বের যে হিসাব দেখানো হয়েছে, প্রকৃত কর-রাজস্বের পরিমাণ তার চেয়ে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা কম! প্রকৃত কর রাজস্ব কম হওয়ার পিছনে মূল কারণ জিএসটি-র আদায় কম হওয়া, যা নিয়ে ইতিমধ্যে সংবাদমাধ্যমে অনেক লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু সরকারের ঘরে কর-রাজস্ব কম এলে কী হবে, মোদি সরকার আয়ের সেই ঘাটতি ম্যানেজও করে ফেলেছে। তা তারা করেছে অত্যন্ত কৌশলে এবং দেশের মানুষের চোখের আড়ালে। কী সেই কৌশল? দেখা গেছে, বাজেটে খরচের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, সরকারেরই আর্থিক সমীক্ষা বলছে, বাস্তবে খরচ করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম টাকা। বাজেটে যা খরচ দেখানো হয়েছে, সরকার নানা খাতে আসলে তার চেয়ে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকা কম খরচ করেছে। অর্থাৎ আয় ও ব্যয়— দু'দিক থেকেই গোটা বাজেটের পরিমাণটাই কমিয়ে দেওয়া হল বিপুল ভাবে। হিসাব করলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-র ১ শতাংশের মতো। রাজকোষ ঘাটতি নিয়েও বাজেটে মিথ্যাচার করা হয়েছে। এর পরিমাণ বাজেটে যা বলা হয়েছে, তার তুলনায় সরকারেরই হিসাবে ১০ হাজার ৯৬৩ কোটি টাকা বেশি।

ফলে এ কথা ভাবলে বোধহয় ভুল হবে না যে, বাজেটে যা-ই বলা হোক না কেন, বাস্তবে কর বাবদ আয় কম হওয়ায় গত আর্থিক বছরে মোদি সরকার জনগণের জন্য বরাদ্দ খরচগুলিতে বড়সড় কোপ বসিয়েছিল। অথচ বাজেটে সে কথা চেপে যাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বরাদ্দ কমানোর সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিই নেওয়া হয়েছে সংসদকে এড়িয়ে, দেশের মানুষকে অন্ধকারে রেখে। কোন কোন খাতে কোথায় কোথায় বরাদ্দ কমানো হল, তার জন্য দেশের সাধারণ মানুষের কোন কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হল, তা থেকে গেল সকলের চোখের আড়ালে। এ তো জনগণের সঙ্গে সরাসরি প্রতারণা! বাস্তবে এই হল মোদি সরকারের ব্যাপক ঢাক ঢোল পেটানো 'সব কা বিকাশে'র আসল চেহারা।

এই বাজেটের ভিতটাই শুধু যে মিথ্যা তাই নয়, এখানে ভবিষ্যতের যে ছবিটি তুলে ধরা হয়েছে, তাও সম্পূর্ণ অলীক। বলা হয়েছে, ২০২৪-'২৫ সালের মধ্যে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন তথা জিডিপি পৌঁছে যাবে ৫ লক্ষ কোটি ডলারে। কিন্তু কোন রাস্তায় হেঁটে পৌঁছানো যাবে সেই স্বর্গে, তার কোনও নিশানা দেওয়া হয়নি বাজেটে। অর্থমন্ত্রী হিসাব দিয়েছেন, প্রতি বছর গড়ে ৮ শতাংশ হারে অর্থনীতির বিকাশ হলে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। যদি কোনও বছর ৮ শতাংশের চেয়ে কম হয় বৃদ্ধির হার, তাহলে সহজ হিসাবেই বোঝা যায়, পরবর্তী বছরগুলিতে বৃদ্ধির হার ঠেলে তুলতে হবে ৯-১০ শতাংশে। যেমন, ২০১৮-'১৯ আর্থিক বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকেই আর্থিক বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৮ শতাংশে, যা গত পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম। এই যখন অবস্থা, বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ রাখতেই যখন ঘুম ছুটে যাচ্ছে সরকারের, হিসাবের নানা অদল-বদল, কায়দা-কৌশল করেও সেই অঙ্ক ছোঁয়া যাচ্ছে না, সেখানে কোন হিসাবে এই আকাশকুসুম নির্মাণ করলেন অর্থমন্ত্রী, তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী, বছরে ৮ শতাংশ বৃদ্ধির হার পেতে হলে প্রতি বছর ৩৫ শতাংশ হারে বিনিয়োগ চাই। দুনিয়াজোড়া এই চরম মন্দার সময়ে, যখন মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনের জিনিসটুকু কিনতেই দম বেরিয়ে যাচ্ছে, বাড়তি কেনাকাটা দূরের কথা, সেখানে কোথা থেকে এবং কেন আসবে এই বিপুল বিনিয়োগ, কোন পুঁজিপতি লগ্নি করবে, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

বাস্তবে এই মিথ্যাচার আর দেশের সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানোই পুঁজি নরেন্দ্র মোদিদের। গত পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদির প্রতিটি প্রতিশ্রুতি যেভাবে 'জুমলা'য় পরিণত হয়েছে, তাতে এ কথার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ বিশেষ নেই। দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় বসে যে সেই পথ থেকে সরবেন না তাঁরা, বাজেটের নির্লজ্জ মিথ্যাচার আর জুয়াচুরি তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ জুলাই, '১৯ এবং দ্য ওয়্যারে প্রকাশিত অধ্যাপিকা জয়তী ঘোষের নিবন্ধ)

কমরেড প্রশান্ত ঘটকের জীবনাবসান

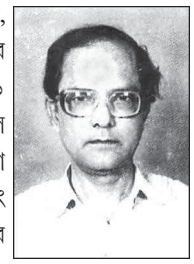

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর স্টাফ মেম্বার, কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রশান্ত ঘটক দীর্ঘ রোগভোগের পর ৩১ জুলাই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। ১ আগস্ট তাঁর মরদেহ কেন্দ্রীয় অফিসে আনা হয়। সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এবং পলিটবুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। এরপর তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র হুগলি জেলায় শ্রীরামপুরের দলীয় কার্যালয়ে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শত শত পার্টিকর্মী ও দরদি-সমর্থক শেষযাত্রায় সামিল হন।

৩ লক্ষ রেলকর্মীকে ছাঁটাই করবে কেন্দ্রীয় সরকার

রেল কর্মচারীরা ঘোরতর বিপদের সামনে। মোদি সরকারের সিদ্ধান্ত, রেলে ৩ লক্ষ কর্মচারী ছাঁটাই করা হবে। শুধু রেল নয়, ব্যাঙ্ক সহ সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ছাঁটাইয়ের জন্য কর্মীদের তালিকা তৈরি করতে। কর্মী সংগঠনগুলির আশঙ্কা, সমস্ত দপ্তর মিলে ৬ লক্ষাধিক কর্মী কাজ হারাবেন।

গাড়ি শিল্পেও বিপুল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাইয়ের মুখে। গাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাণকারী সংস্থাগুলির সংগঠন 'অ্যাকমা' পূর্বাভাস দিয়েছে, গাড়ি শিল্পে কর্মরত অন্তত ১০ লক্ষ কর্মী কাজ হারাবেন। কারণ দেশে গাড়ি বিক্রি ক্রমাগত কমছে।

দেশে কর্মহীনতার হার যখন গত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ, চাকরি পাওয়ার আশায় যখন লাখ লাখ যুবকযুবতী প্রাণপাত করছে, সেই সময় ১৬ লক্ষাধিক কর্মী ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা গভীর উদ্বেগের।

প্রথম দফায় সরকারে বসার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বছরে দুই কোটি বেকারের কর্মসংস্থান করবেন। প্রমাণ হয়েছে, সেই প্রতিশ্রুতি ছিল ভুয়ো। শুধু তাই নয়, আচমকা নোট বাতিল করে বিজেপি সরকার ছোট ছোট শিল্পের সামনে মূলধন সংকটের সৃষ্টি করে বহু সংস্থাকে লালবাতি জ্বালার দিকে ঠেলে দিয়েছে, যার ফলে কাজ হারিয়েছেন কয়েক লক্ষ কর্মী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনকালে শিল্পপতি বা বিনিয়োগ আনার জন্য 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র আহ্বান নিয়ে কয়েক ডজন দেশ সফর করলেও বিনিয়োগ তেমন আসেনি, উল্লেখ করার মতো কোনও শিল্পও হয়নি।

তা হলে দেশের যুবসমাজ কাজ পাবে কোথায়? কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরেও লক্ষ লক্ষ পদ বছরের পর বছর ধরে শূন্য পড়ে রয়েছে। এগুলোতেও সরকার নিয়োগ করছে না। সংস্কারের নামে পদ বিলোপের নীতি বা কর্মী ও কর্ম সংকোচনের নীতি নিয়ে চলছে সরকার। অথচ দেশের কর্মক্ষম সকলকে কাজ দেওয়ার দায়িত্ব তো সরকারেরই। সরকার সেই দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি ব্যর্থ। ফলে গোটা পরিস্থিতিটাই বেকার যুবকদের সামনে গভীর অন্ধকারের।

কী করে দেশের কোটি কোটি বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়, তা দেখাই একটি সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত। অথচ এ সমস্যার সমাধান সম্পর্কে কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনাই সরকারের নেই। নির্বাচন এলেই কোটি কোটি বেকারের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু কোথায় কীভাবে সেই কর্মসংস্থান হবে, কোনও সরকার তা বলে না। বর্তমানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার থেকে শুরু করে পূর্বতন কংগ্রেস সরকার বা রাজ্যে পূর্বতন সিপিএম সরকার থেকে বর্তমান তৃণমূল সরকার— সকলেই ঢালাও চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তারা কেউই চাকরি দিতে পারেনি।

কেন পারেনি? তারা চাকরি দিতে চায়নি, বিষয়টা এমন নয়। বাস্তব পরিস্থিতি হল শিল্পে ভয়াবহ মন্দা। চাহিদার অভাবে নতুন শিল্প গড়ে উঠছে না। বহু চালু কারখানা বন্ধ হচ্ছে। চাহিদার সংকট তৈরির পিছনে রয়েছে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়া। ক্রয়ক্ষমতা কমার জন্য দায়ী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়ম। পুঁজিবাদ একটা বিশেষ ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক, যেখানে উৎপাদন হয় সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য। এই সর্বোচ্চ মুনাফাই যথাসম্ভব সর্বোচ্চ শোষণ কায়েম করে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা নামিয়ে নেয়। যার ফলে তৈরি হয় চাহিদার সংকট। এই সংকটের সমাধান পুঁজিবাদী সমাজ করতে পারে না। বিশ্বের কোনও পুঁজিবাদী দেশই পারেনি।

সাতের পাতায় দেখুন

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী আগতপ্রায়। সেই উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য।

(৫)

বিদ্যাসাগর ১৮৬৪ সালে নিজে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের' দায়িত্ব নিয়ে প্রথমে সেটিকে 'হিন্দু মেট্রোপলিটন স্কুল' এবং পরে কলেজে পরিণত করেন। কলেজের অনুমোদন পেতে তাঁকে শাসক ব্রিটিশের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। ব্রিটিশরা কিছুতেই মানতে চায়নি যে ব্রিটিশ অধ্যাপক ছাড়া কলেজে ইংরেজি পড়ানো যেতে পারে। এই বদ্ধমূল ধারণা ভাঙতে বিদ্যাসাগর সমস্ত দেশীয় শিক্ষক দিয়ে কলেজ চালিয়ে সেদিন ব্রিটিশদের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। কলেজের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিল। যা দেখে সাহেবরা বলতে বাধ্য হয়েছিল, 'the Pundit has done wonder'। পরে বিদ্যাসাগর কলেজে 'ল' ক্লাস খোলেন। ১৮৮৩, ১৮৮৫ এবং ১৮৮৬ সালের পরীক্ষায় মেট্রোপলিটনের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে।

মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন স্থাপন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বিদ্যাসাগরচরিতে' বলেছেন, "সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন। যিনি লোকাচার-রক্ষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন এবং সংস্কৃত বিদ্যায় যাহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরাজিবিদ্যাকে প্রকৃত-প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।"

বিদ্যাসাগর কলেজটিকে তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ছাত্র-শিক্ষক সবাইয়ের প্রতি তাঁর যেমন গভীর ভালবাসা ছিল তেমনি শিক্ষার ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর ছিল। মেট্রোপলিটন কলেজের শিক্ষক কালিকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন—'তিনি শিক্ষক ও অধ্যাপকদের পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁদের পড়ানো শুনতেন, দোষ দেখলে তার শোধন করে দিতেন। ছাত্রদের যাতে সম্মান রক্ষা হয়, সে বিষয়ে শিক্ষক ও অধ্যাপকদের বলে দিতেন। তিনি শিক্ষকদের বলতেন—'একজন ছাত্র একটি বিষয়ে বলতে না পারলে অন্য ছাত্রকে সেটি জিজ্ঞেস করতে নেই। এতে পূর্বের ছাত্রের অবমাননা হয়। যাতে ওই ছাত্রটিই প্রকৃত উত্তর বলতে পারে তেমন করে আভাস দিয়ে তার মুখ দিয়েই উত্তর বের করতে হবে।'

তখনকার দিনে পড়া না পারলে ছাত্রদের প্রচণ্ড মারধর করা হত। মেট্রোপলিটনে নিয়ম ছিল, কোনও মাস্টারমশাই ছাত্রদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে পারবেন না। ছাত্রদের কোনও শারীরিক শাস্তি দেওয়াও চলবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, বয়সে ছোট হলেও কারও আত্মমর্যাদা বা সম্ভ্রমবোধে আঘাত করা উচিত নয়। শাস্তি দিলে ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হবে, আত্মমর্যাদায় লাগবে। লেখাপড়ায় আনন্দ খুঁজে না পেয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে উঠবে। আবার ছাত্রদের বলতেন, শিক্ষকরা যা বলবেন বা পড়াবেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। মেট্রোপলিটন কলেজ ছিল তাঁর প্রাণ। ছাত্ররা ভাল ফল করলে তাদের যেমন পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করতেন, তেমনি শিক্ষকদের দারিদ্র দেখলে সাহায্য করতেন। ছাত্ররাও বিপদে পড়লে সাহায্য করতেন।

একবার নিচু ক্লাসের একজন মাস্টারমশাই ক্লাসের মধ্যে চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছেন। বিদ্যাসাগরের চোখে পড়ে গেল। মহাবিরক্ত হয়ে মাস্টারমশাইকে জাগিয়ে দিলেন তিনি। নির্ঘাত চাকরি চলে যাবে। মুখে কথা নেই, বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মাস্টারমশাই। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি দিনের বেলা ঘুমোচ্ছেন কেন? আপনি কি কাল রাতে ঘুমোননি?'

ভয়ে ভয়ে মাস্টারমশাই বললেন—'আমাকে অনেক খাটতে হয়। মস্ত সংসার, দু-তিনটে টিউশন করে চালাতে হয়। তাই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আজ বসে পড়াতে গিয়ে বিপদে পড়েছি।' বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি টিউশন করে কত টাকা পান?' টাকার অঙ্ক বললেন মাস্টারমশাই। বিদ্যাসাগর বললেন, 'আপনি এখন থেকে এই টাকাটা এখান থেকে পাবেন। আজ থেকেই টিউশনগুলি ছেড়ে দিন।'

মাস্টারমশাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। বিদ্যাসাগরের দয়া দেখে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

সব রকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত ছিলেন তিনি। পড়াশোনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বাছবিচার তাঁর ছিল না। কলেজের একটি ছাত্র ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়েছে। ফলে বাবা তার কলেজের মাইনে টাইনে বন্ধ করে দিলেন।

ছাত্রটি এল বিদ্যাসাগরের কাছে। সব কথা খুলে বলল।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি কোন কলেজে পড়'?

—'আমি আপনারই মেট্রোপলিটন কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণিতে পড়ি।'

বিদ্যাসাগর বললেন—'বাপু, আমি তো ব্রাহ্ম নই, আর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার কোনও যোগই নেই। যা হোক, তুমি ভাল বুঝে যে ধর্ম ধরেছ তার উপর আমার কিছুই বলার নেই।'

ছাত্রটিকে বিদ্যাসাগর প্রত্যেক মাসে দশ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। মাসে মাসে বিদ্যাসাগরের কাছে ওই টাকা নিয়ে আসত ছাত্রটি।

ছাত্র, শিক্ষক সকলের প্রতি এমনিই ছিল তাঁর সহানুভূতি। এই সব ঘটনার ২৫ বছর পরে তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় তখন সবাই জিজ্ঞেস করলেন—আপনার শেষ ইচ্ছা কী?

বিদ্যাসাগরের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বললেন—'এখন জীবনের শেষ হওয়া ভাল। তবে কলেজের একটা ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম না, এই যা দুঃখ। আর একটি মর্মান্তিক দুঃখ এই— যাঁরা আমার কলেজের জন্য জীবনাতিপাত করেছে তাদের জন্য চাকরি-জীবন অন্তে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম না।'

ভাবতে অবাক লাগে, একজন মানুষ একই সঙ্গে শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক তৈরির জন্য বিদ্যালয়, শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনা, ভাষার উন্নতি, নারীশিক্ষার প্রসার, গরিব ছাত্রদের লেখাপড়ায় সাহায্য—এতগুলি কাজ প্রবল বাধার বিরুদ্ধে কীভাবে করেছিলেন! সেদিন তো এমন মহান শিক্ষাবিদ কেউ ছিলেনই না, এমনকী পরবর্তীকালেও এ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এমন মহান আধুনিক মানুষ দেখা যায় না।

(চলবে)

রেলকর্মীকে ছাঁটাই করবে মোদি সরকার

ছয়ের পাতার পর

অবক্ষয়িত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই অনিরসনীয় সংকটের চরিত্রটি সংসদীয় কোনও দলই জনগণের সামনে পরিষ্কার করে তুলে ধরে না। তারা গলার জোরে প্রচার করে এই ব্যবস্থাতেই শিল্পায়ন সম্ভব। এক্ষেত্রে বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম বা তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য একই। অর্থনীতিবিদরা পুঁজিবাদের বর্তমান স্তরটাকে বি-শিল্পায়নের স্তর বলছেন। বলছেন, এ হল 'জবলেস ইকনমিক গ্রোথ'-এর স্তর অর্থাৎ কর্মসংস্থানহীন আর্থিক বৃদ্ধির স্তর। এই অবস্থাতেও এই রাজনৈতিক দলগুলি বলছে, তাদের সরকার প্রচুর চাকরি দেবে। সবটাই তাদের বহু-উচ্চারিত ভাঁওতা।

বর্তমানে গাড়ি শিল্প যখন চাহিদার সংকটে ধুঁকছে, ঠিক সেই সময় হুগলি থেকে নির্বাচিত বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় রাজ্যের মানুষকে আবার একবার প্রতারিত করতে বলেছেন, সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো গাড়ি কারখানা ফিরিয়ে আনবেন। বিজেপি এমপি-র ঘোষণায় উল্লসিত সিপিএমও। ন্যানো গুজরাটের সানন্দে গিয়ে যে বন্ধ হয়ে গেল, সে কথাটি এবং তার কারণটি কিন্তু তাঁরা একবারও জনগণের সামনে বলছেন না। সানন্দে ন্যানো বন্ধ হয়ে গেছে মন্দা অর্থাৎ চাহিদা না থাকার কারণেই। পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মকে অগ্রাহ্য করে ভোটের স্বার্থে তাঁরা শিল্পায়নের মিথ্যা স্বপ্ন দেখাতে পারেন। তাতে বেকারদের কাজ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাও নেই।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি আশঙ্কার কথাও সামনে আসছে। ৩ লক্ষ রেলকর্মী ছাঁটাই হলে রেলের পরিষেবা চলবে কী করে? ইতিমধ্যেই রেলে কর্মী সংখ্যা ভয়াবহভাবে কমানো হয়েছে। যাত্রী পরিষেবা সাংঘাতিক বিপন্ন। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। এই অবস্থায় কর্মী ছাঁটাই যাত্রী পরিষেবাকে আরও বিপন্ন করবে। সরকারের যা পরিকল্পনা তাতে গোটা রেলদপ্তরই বেসরকারি হাতে তুলে দেবে। বেসরকারি সংস্থা অধিক মুনাফা করতে গিয়ে পরিষেবাকে অবহেলার পাশাপাশি বাড়াবে পণ্যমাশুল এবং যাত্রী ভাড়া। ত্বরান্বিত হবে মূল্যবৃদ্ধি। এক কথায় জনজীবনে সাংঘাতিক বিপর্যয় নেমে আসবে। দেশের মানুষ কিছুতেই বিজেপি সরকারের এমন স্বৈরাচারী পদক্ষেপ নীরবে মেনে নেবে না, প্রতিবাদে সোচ্চার হবে।

ছাত্রদের উপরেও নজরদারি

বিজেপি সরকারের নিন্দায় ডিএসও

কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি দেশের ছাত্রছাত্রী ও তাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রকের যোগাযোগ স্থাপনের যে উদ্যোগ নিয়েছে, তার তীব্র নিন্দা করেছে এআইডিএসও। সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র বলেছেন, এক চিঠিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক যেভাবে তাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের সঙ্গে দেশের সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের ছাত্রছাত্রীদের ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টকে যুক্ত করার কথা বলেছে, তা ছাত্রছাত্রীদের নাগরিক অধিকারের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলবে। সরকারের এই পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর এক আক্রমণ।

কেন এই পদক্ষেপ? কমরেড মিশ্র বলেছেন, ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বিঘ্নিত হতে পারে, এই অজুহাত তুলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি সবসময়ই সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে ছাত্রদের দূরে রাখতে চায়। এই পদক্ষেপের দ্বারা নজরদারি চালিয়ে সরকার তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকারের উপর দখলদারি কায়েম করতে চাইছে। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে, তাদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত বিশ্বাস সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য ভবিষ্যতে তাদের চাকরি বা অন্য ক্ষেত্রে যুক্ত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

তিনি আরও বলেন, সুপ্রিম কোর্ট ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত জীবনে দৃষ্টি দেওয়ার কোনও অধিকার সরকার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারওরই নেই। কিন্তু সরকারের এই ফ্যাসিস্ট সুলভ পদক্ষেপ ছাত্রছাত্রীদের এই অধিকারকে পদদলিত করবে। এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে কমরেড মিশ্র এই পদক্ষেপ প্রত্যাহারের জন্য সরকারকে বাধ্য করতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদে সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই দানবীয় পদক্ষেপের কাছে নতি স্বীকার না করার আহ্বান জানিয়েছেন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের প্রতিবাদে ৫ আগস্ট এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর দৃপ্ত মিছিল কলকাতার এসপ্লানেড অঞ্চল পরিক্রমা করে

আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের দাবিতে বাওয়ালিতে বিক্ষোভ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজ ২ ব্লকে সাউথ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩১ জুলাই ৬ দফা দাবিতে ডি এস ও, ডি ওয়াই ও এবং এম এস এস বিক্ষোভ দেখায়। বাওয়ালি মোড় থেকে এক সুসজ্জিত মিছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে গেলে পুলিশ মিছিল আটকে দেয়। সেখানেই বিক্ষোভ সভা হয়। কমরেড প্রদ্যুৎ কাবড়ী ও মিঠু বক্সীর নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধি দল প্রধানের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন। দাবি জানান আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। জি জি ওয়ান সহ সমস্ত সুতি খাল সংস্কার, জবকার্ড হোল্ডারদের কাজের মজুরি দেওয়া, নাগরিকদের হাতে সহজ উপায়ে রেশন কার্ড প্রদান, মদ নিষিদ্ধ করা এবং এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি রক্ষার দাবি জানান তাঁরা। সভায় বক্তব্য রাখেন এমএসএসের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানসী রায়, ডিওয়াইও-র জেলা সম্পাদক কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস। প্রধান দু'মাসের মধ্যে দাবিগুলি যথাসম্ভব পূরণের আশ্বাস দেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী প্রতিবাদে গুজরাটে সর্বভারতীয় সভা

মোদি সরকারের খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের আহ্বান জানাল অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি। ২৮ জুলাই গুজরাটের আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সভা থেকে কমিটি ২০-২৬ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের আহ্বান জানায়। কমিটির সর্বভারতীয় সভাপতি প্রকাশ এন শাহ এবং সাধারণ সম্পাদক ডঃ অনীশ কুমার রায় বলেন, তার আগে রাজ্য জেলা আঞ্চলিক স্তরে গ্রুপ বৈঠক, সেমিনার, কনভেনশন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতির শিক্ষাবিরোধী সুপারিশগুলি জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে। এদিনের বৈঠকে আসাম, বিহার, দিল্লি, গুজরাট, হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য থেকে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা এসেছিলেন। ডঃ স্বাতীবেন যোশী (দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়) ডঃ এস এন আয়ার (গুজরাট), নিকুল প্যাটেল (বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী শিক্ষানীতির জনবিরোধী দিকগুলি তুলে ধরেন।

গুজরাট

জামশেদপুর

জেলায় জেলায় ছাত্র সম্মেলন

হাওড়া গ্রামীণ ঃ প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু, সিবিসিএস-সেমিস্টার প্রথা বাতিল সহ শিক্ষার বিভিন্ন দাবিতে ২৭ জুলাই হাওড়া গ্রামীণ জেলার (ছবি) ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল উলুবেড়িয়া শহরের বিদ্যাসাগর মঞ্চে। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড চন্দন সাঁতরা এবং প্রাক্তন ছাত্র নেত্রী কমরেড মিনতি সরকার। কমরেড কল্যাণ চক্রবর্তীকে সভাপতি, কমরেড সেখ আজাহারুদ্দিনকে সহ সভাপতি, কমরেড সেখ মহম্মদ মাসুদকে সম্পাদক ও কমরেড রমা খাটুয়াকে কোষাধ্যক্ষ করে ১০ সদস্যের জেলা কমিটি ও ১৩ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

ঝাড়গ্রাম ঃ ২৫ জুলাই অনুষ্ঠিত হল এ আই ডি এস ও-র প্রথম ঝাড়গ্রাম জেলা ছাত্র কনভেনশন। বক্তব্য রাখেন কমরেডস সৌরভ ঘোষ, মণিশঙ্কর পট্টনায়ক, বিশ্বরঞ্জন গিরি। সভাপতিত্ব করেন কমরেড সুরজিৎ সামন্ত। কমরেড সুরজিৎ সামন্তকে আহ্বায়ক করে ১২ জনের জেলা কমিটি ও ১৫ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

প্রয়াত কমরেড প্রদীপ হালদারের প্রতি শ্রদ্ধা

এস ইউ সি আই (সি) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড প্রদীপ হালদারের জীবনাবসান ঘটে ২০১৮ সালের ২৩ অক্টোবর। উন্নত চরিত্র সম্পন্ন এই কমরেডের জীবনাবসানে পার্টির সমস্ত স্তরের নেতা কর্মীরা যেমন শোকাহত হন, তেমনি ছাত্রজীবনে কমরেড প্রদীপ হালদার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়ার সময় সহপাঠী ও সংগঠনের সহকর্মী হিসাবে যাঁদের পেয়েছেন তাঁদের মধ্যেও গভীর শোকের ছায়া পড়ে। এঁদের কয়েকজন মিলে স্থির করেন তাঁরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করে পার্টির হাতে তুলে দেবেন যাতে তা প্রদীপ হালদারের শিশুকন্যার শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগে। সেই মতোই ২৩ জুলাই পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে এই শুভানুধ্যায়ীরা এসে পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসুর হাতে প্রায় ১ লক্ষ টাকা তুলে দেন। ওখানে উপস্থিত প্রয়াত কমরেডের স্ত্রী কমরেড সীমা পণ্ডার হাতে সেই অর্থ তুলে দেন কমরেড সৌমেন বসু।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com